দৈনিক বাংলা

তারিখ ১২।৩।৮১ ... .
পৃষ্ঠা ... . কলাম ... ...

U-123

পাঠ্যবই বিক্রির ব্যবস্থা

পাঠ্যবই যে মাঝে মাঝে দুর্ভোগের উৎস হতে পারে এ জ্ঞান আমাদের আছে। কিন্তু দুর্ভোগ এখনো বুঝি ঘুচলো না, ঘোচার কথা ছিল, অন্তত তেমন একটা আশা করা গিয়েছিল।

এবারে বই বন্টনের ভার দেয়া হয়েছিল পোস্ট অফিসের ওপর। ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয়পত্র যাচাই করে সেখান থেকে বই সরবরাহ করার কথা। কিন্তু বই পাওয়া যাচ্ছে না। খবর পাওয়া গেছে চুয়াডাঙ্গা থেকে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকেও। জানা গেছে পাঠ্যবইয়ের অভাবে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে। বই বন্টনের পদ্ধতিতেও বুঝি কিছু জটিলতা থেকে থাকবে। পরিচয়পত্র যাচাইয়ের নামে ছাত্র-ছাত্রীদের হয়রানি হবার অভিযোগও শোনা গেছে।

বই বন্টনের দায়িত্ব পোস্ট অফিসকে দেয়া হয়েছে বলেই যত অসুবিধা একথা কিন্তু বলা যায় না। অসুবিধাটা ছিলই। সেটা দূর হবে আশাতেই পোস্ট অফিসকে দায়িত্ব দেয়। দূর হয়নি। পোস্ট অফিস তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেনি, যেমন এর আগে পারেনি বইয়ের দোকানগুলি। ডিলাররা।

এরপর তাহলে কি আবার কোন নতুন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে? কিন্তু সেই পালাবদলের পরেও যদি অসুবিধা দূর না হয়? না হবার আশংকা যে আছেই। তাহলে? তাহলে কি ধরে নিতে হবে পাঠ্যবই বন্টনের অসুবিধা কোনদিন দূর হবার নয়? আছে, থাকবে? কিন্তু এমনটা কি সত্যিই মেনে নেয়া যায়?

বই বন্টনের জন্যে একের পর এক পদ্ধতি পরিবর্তন করা হচ্ছে। টেক্সট বুক বোর্ড সদিচ্ছা নিয়েই তা করছেন। ছাত্রছাত্রীদের কাছে ন্যায্য দরে তারা বই পৌঁছে দিতে চান। অথচ কোনটাই খুব সফল হচ্ছে না। এ কেমন? নাকি দোষটা পদ্ধতিতে নয়? আর কোথাও? সন্দেহ আসেই। দুর্নীতির ঘুণ বহু জায়গায়ই ছড়িয়ে আছে। বই নিয়ে দুর্নীতি যে ভালোই জমে তা প্রমাণ হয়ে গেছে।

দুর্নীতি বন্ধ না হলে কোন ভাল পদক্ষেপও ফল দিতে পারে না। মনে হয়, দুর্নীতি বন্ধ করার উদ্যোগই প্রাথমিকভাবে নেয়া দরকার। বইয়ের সরবরাহ চাহিদার অনুপাতে পর্যাপ্ত কিনা সেও অবশ্য দেখতে হবে। পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকলে দুর্নীতির সুযোগ কম থাকে। অবশ্য যারা দুর্নীতিতে সিদ্ধহস্ত তারা কৃতী মানব। কৃত্রিম অভাব তৈরি করতেও তারা জানেন। তবে কি বই বন্টন সমস্যার কোন সমাধান নেই?